মুসলিম নারী

জীবনাচার • মর্যাদা • সাজসজ্জা • পর্দা

এই গ্রন্থের স্বত্ব প্রকাশকের নিকট সংরক্ষিত। অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের কোনো অংশ যেকোনো উপায়ে ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও এ কাজ নাজায়েজ।

বিষয়ভিত্তিক শ্রেষ্ঠ বয়ানসংকলন 'নিদায়ে মিম্বার' থেকে নির্বাচিত
নারীবিষয়ক চারটি বয়ান

মুসলিম নারী

জীবনাচার · মর্যাদা · সাজসজ্জা · পর্দা

মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী রহ.

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

মুসলিম নারী

মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী রহ.

অনুবাদ : আবু শিফা আবদুল কুদ্দুস
মুহাম্মাদ নূরুয্যামান

সম্পাদনা : আহসান ইলিয়াস

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক

প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০২৩

স্বত্ব : ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন

মূল্য : ২৪০ (দুইশত চল্লিশ) টাকা মাত্র

বিক্রয়কেন্দ্র :

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪

www.ettihadpublication.com

অনলাইন পরিবেশক : রকমারি, ওয়াফিলাইফ, সহিফাহ

ISBN : 978-984-98117-2-5

সূচিপত্র

ইসলামে নারীর মর্যাদা **৯**
বিজাতীয় কালচারে নারী ১৩
বড় মনীষীর নীচু কথা ১৪
অধিকার সংরক্ষণকারী ১৪
কন্যা হিসাবে নারীর মর্যাদা ২০
কুরআনের ভাষ্য ২১
চিন্তার আহ্বান! ২৫
স্ত্রীর মর্যাদায় নারী ২৬
বিবাহে নারীর স্বাধীনতা ২৬
উত্তম আচরণ! স্ত্রীদের সাথে নবীজির আচরণ ২৮
প্রহার করা ৩১
একটি চুটকি ৩২
জীবিকার দায়িত্ব ৩৪
কোন পদ্ধতি উত্তম? ৩৬
তালাকের মাসআলা ৩৭
হেকমত কী? ৩৯
স্বামী বেচারা! ৪০
পুরুষ স্বাধীন নয় ৪০
একটি প্রশ্ন ৪২
ডিভোর্সের এখতিয়ার ৪৩
অকাট্য বক্তব্য ৪৪
ব্যবসা-চাকরি ৪৪
সহানুভূতি না প্রতারণা ৪৫
পার্থক্য ৪৬
ছোট মুখে বড় কথা ৪৭
এরা কি নারী? ৪৮

আদর্শ মুসলিম রমণী ৫১
প্রথম গুণ ৫২
দ্বিতীয় গুণ ৫৩
তৃতীয় গুণ ৫৩
চতুর্থ গুণ ৫৩
পঞ্চম গুণ ৫৩
ষষ্ঠ গুণ ৫৪
সপ্তম গুণ ৫৪
অষ্টম গুণ ৫৪
নবম গুণ ৫৫
দশম গুণ ৫৫
সবার জন্য দশ গুণ ৫৫
ইতিহাসের সাক্ষ্য ৫৭
হজরত হাজেরা আ. ৫৭
হজরত মুসা আ. এর জননী ৫৯
হজরত মারিয়াম আ. ৫৯
হজরত খাদিজা রা. ৬১
নারীর মর্যাদা ৬১
হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. ৬৩
প্রথম শাহাদাত ৬৫
হজরত ফাতিমা বিনতে খাত্তাব রা. ৬৬
তাওহিদের নেশা ৬৭
উম্মে হাকিম রা. ৬৮
হজরত উম্মে সুলাইম রা. ৬৯
হজরত ফাতিমাতুয যাহরা রা. ৭১
নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য জানুন ৭২
আদর্শ কে? ৭৩
ধ্বংসের উপকরণ ৭৩
একটি গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ৭৪
নিজেকে বদলে ফেলুন ৭৬
একজন খোদাভীরু বাদশাহর ঘটনা ৭৬
ঈর্ষণীয় জননীগণ ৭৭

হজরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া রহ. এর জননী ৭৯
ইমাম শাফেয়ি রহ. এর জননী ৭৯
হজরত উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. এর স্ত্রী ৮০
প্রয়োজন তো এর-ই ৮২
পর্দা নারীর ভূষণ **৮৪**
একটি উপমা ৮৭
ইউরোপের দাস ৮৮
সবচেয়ে বড় দলিল ৯০
কুরআনের আয়নায় পর্দা ৯২
দেখাদেখি ৯৫
ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ঘটনা ৯৫
নারী-পুরুষদের থেকে গান শোনা ৯৬
এক বাদশাহর ঘটনা ৯৭
হাদিসের আলোকে পর্দা ৯৮
পর্দা এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল ১০১
স্বাধীনতা ও পর্দা ১০২
এতটুকু পার্থক্য? ১০৩
লজ্জার তো আর মৃত্যু হয়নি ১০৪
প্রথম আপত্তি ১০৫
দ্বিতীয় আপত্তি ১০৬
পর্দানশিন রমণীদের সাহসিকতা ১০৬
যার অন্য হয় না ১০৯
সওয়ারি ও সওয়ার ১০৯
তৃতীয় আপত্তি ১১০
চতুর্থ আপত্তি ১১১
পঞ্চম আপত্তি ১১১
পরিণাম ১১৩
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ১১৬
নারীর সাজসজ্জা ও ইসলাম **১২২**
নবী-প্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের অন্তর পবিত্র করা ১২৪
পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না ১২৪
ইসলাম ও শারীরিক পবিত্রতা ১২৫

অন্যান্য ধর্মে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ১২৫
ইসলামের অনন্যতা ১২৬
দামি পোশাক সাদাসিধা হওয়ার পরিপন্থি নয় ১২৬
নিম্নমানের আতর লাগিয়ে মসজিদে যাওয়া ১২৭
পোশাকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ১২৮
নামাজের জন্য উত্তম পোশাক ১২৯
ভাল পোশাক পরিধান করা বুজুর্গ হওয়ার পরিপন্থি নয় ১৩০
আল্লাহর নেয়ামত প্রকাশ করা উচিত ১৩০
সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য গ্রহণের শরয়ি সীমারেখা ১৩১
নারীদের সাজসজ্জার বিধান ১৩১
ক. গায়রে মাহরাম তথা ভিনপুরুষের জন্য হতে পারবে না ১৩১
দুই. একমাত্র স্বামীর জন্য সাজসজ্জা গ্রহণ করবে ১৩৩
তিন. পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণ না করা ১৩৫
নবীজির অভিশাপ ১৩৬
চার. কাফের ও পাপিষ্ঠদের সাথে সাদৃশ্য হতে পারবে না ১৩৭
'তাশাব্বুহ' ও 'মুশাবাহাত'-এর মধ্যে পার্থক্য ১৩৭
'তাশাব্বুহ' ১৩৭
'মুশাবাহাত' ১৪০
পাঁচ. গর্ব-অহংকার এবং প্রসিদ্ধি উদ্দেশ্য হতে পারবে না ১৪০
ছয়. অপচয় না হওয়া ১৪২

ইসলামে নারীর মর্যাদা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلى رَسُوْله الكَرِيْم

أَمَّابَعد، فَاعُوذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا الله الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

হে মানবমণ্ডলী, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তাদের দুজন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন; এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করো এবং সতর্ক থাকো জাতিবন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন।[১]

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ

তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিলেন। আমি তোমাদের মধ্যে কর্মনিষ্ঠ কোনো নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না; তোমরা একে অপরের অংশ।[২]

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

তোমরা তাদের সঙ্গে সৎভাবে জীবনযাপন করবে।[৩]

---

১. সুরা নিসা : ১

২. সুরা আলে ইমরান : ১৯৫

৩. সুরা নিসা : ১৯

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ

নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে।[৪]

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا

যদ্দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর নিকট তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ।[৫]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَبِيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ : قَالَ أُرِيْدُ الجِهَادُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّكَ حَيَّةٌ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَلْزِمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الجَنَّةَ

নবীজির কাছে এক ব্যক্তি এসে জিহাদের আগ্রহ প্রকাশ করল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞসা করলেন, তোমার মা বেঁচে আছে? সে বলল, হ্যাঁ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তার খেদমত করো। তার পায়ে পড়ে থাকো। তাই তোমার জান্নাত।[৬]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بن العَاص، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পার্থিব-জীবন সবটাই উপভোগ্য। তবে সর্বোৎকৃষ্ট উপভোগের জিনিস নেককার স্ত্রী।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ

৪. সুরা বাকারা : ২২৮
৫. সুরা নিসা : ৩২
৬. তাবারানি।

> হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, (হে লোকসকল, তোমরা জেনে নাও) তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে নিজ পরিবারের কাছে উত্তম। (একথাও জেনে নাও,) তোমাদের মাঝে পরিবারের সাথে সর্বাধিক উত্তম আচরণকারী হলাম আমি।[৭]

সম্মানিত উপস্থিতি, আধুনিক জ্ঞানপাপীদের শিক্ষিত জাহেল বলা উচিত। তাদের থেকে এসব বক্তব্য-বিবৃতি বরাবরই প্রচার হয়ে আসছে যে আমাদের সমাজে নারীরা নির্যাতিত। তাদের অধিকার পদদলিত করা হচ্ছে। নারীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে ন্যায্য অধিকার থেকে। সাথে এও বলা হয় যে ইউরোপীয়রা নারীদের অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করেছে। পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। পুরুষের সমান অধিকারে ভূষিত করেছে। এজন্য নারীরা কাড়ি কাড়ি উন্নতি করে ফেলেছে। আজকের মজলিশে আমি দলিল-দস্তাবেজ দিয়ে প্রমাণ করব পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্ম, আইন ও তাহজিব ও সভ্যতা নারীজাতিকে সেই মর্যাদার শিখরে পৌঁছাতে পারেনি, যা ইসলামধর্ম নারীকে দিয়েছে।

বিজাতীয় কালচারে নারী

বরং বাস্তবতা হলো, পার্থিব মান-মর্যাদা অনেক দূরের কথা। বিজাতীয় কালচারের ছোবলে উলটা নারীজাতির অধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করা হয়েছে। তাদের নিন্দা ও অপমানের পাত্র বানানো হয়েছে। জনৈক ব্যক্তি সত্যিই চমৎকার বলেছেন, 'এই কুৎসিত কলঙ্ক মানবজাতির ললাট থেকে কখনোই মুছে যাবার নয়; মধ্যযুগে মানুষ সেই ক্রোড়কেই অপমান ও লাঞ্ছিত করেছে, যে নিরাপদ ক্রোড়ে নিজেই প্রতিপালিত হয়ে মানুষ হয়েছে।'

প্রাচীন যুগে নারীদের শয়তানের কন্যা, আবর্জনার প্রতিমা মনে করা হতো। ক্রীতদাসের ন্যায় বাজারে বিক্রি করা হতো। মিরাসে ছিল না কোনো অধিকার। রোমানরা নারীদের জানোয়ারের কাতারে নিয়ে গেছিল। বিয়েশাদিকে নারীক্রয়ের মাধ্যম মনে করা হতো। নারীদের সর্বদা কার্যত অনুপযুক্ত মনে করা হতো। সামান্য অপরাধে মেরে ফেলা হতো।

মধ্যযুগে আরবরা কন্যাদের জীবন্ত কবর দিত। তাদের দায়িত্ব নেওয়াকে বোঝা মনে করা হতো। নারীদের ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। প্রয়োজনে তাদের বন্ধক রাখা হতো।

---

[৭] বায়হাকি : ১১০১৪

ইহুদিদের মধ্যে তো যথেষ্ট মতবিরোধ ছিল যে নারীরা মানুষ কি মানুষ না। অনেকের মত ছিল মানুষ না; বরং পুরুষজাতির সেবার জন্য তারা মানুষরূপী জানোয়ার। এজন্য তাদের হাসতে-ঢঙতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ, তারা শয়তানের মুখপাত্র। ইহুদিদের দাবি ছিল সব নারী শয়তানের বাহন ও বাচ্চা। যারা সর্বদা মানুষকে ছোবল মারার চিন্তায় ব্যস্ত থাকে।

হিন্দুধর্মে নারীদের জন্য আলাদা কোনো অবস্থান স্বীকার করা হতো না। স্বামী মারা গেলে মহীয়সীর খেতাব তাকেই প্রদান করা হতো, যে স্বামীর চিতায় জীবন্ত পুড়ে আত্মাহুতি দিত। নারীর লেখাপড়া ও কুরবানির কাজে অংশগ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল।

আর খ্রিষ্টানদের নিকট নারীর মর্যাদা কেমন ছিল, নিম্নোক্ত প্রতিবেদন থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। ৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে তাদের গির্জায় একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে 'নারীজাতির মধ্যে আত্মা বলতে কিছু নেই' মর্মে একটি ফরমান জারি করা হয়।

বড় মনীষীর নীচু কথা

আমরা যখন নারীদের সম্পর্কে প্রসিদ্ধ অমুসলিম দার্শনিক ও বিজ্ঞজনদের মন্তব্য অধ্যয়ন করি, তখন ভীষণ অবাক লাগে যে, এত বড় বড় মনীষীরা এসব নীচু মানের কথা কী করে বলতে পারে! ইউহান্নার মন্তব্য হলো নারীজাতি মন্দ ও অনিষ্টের কন্যা। কাদিস বুরনার দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীজাতি হলো, শয়তানের এজেন্ট। সক্রেটিসের ইতিহাস বলে পুরুষের যে অংশটি খারাপ, পরকালে তারা নারীজাতিতে রূপান্তরিত হবে। কাদিস জান ডিসপ্লেনের মতে নারীরা দোজখের চৌকিদার। তারা নিরাপত্তার জন্য হুমকি।

অধিকার সংরক্ষণকারী

আজব ঘটনা। 'নারীজাতির আত্মা নেই' খ্রিষ্টান গির্জাকর্তৃক যখন এই ঘোষণা জারি করা হলো, ঠিক এর কয়েক বছর পূর্বেই জাজিরাতুল আরবে আল্লাহর শেষনবীর জন্ম হয়েছিল, যিনি দলিত মানবজাতির অধিকার সংরক্ষণকারী ছিলেন। আল্লাহর শেষনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীজাতিকে অপমান ও ধ্বংসস্তূপের বৃত্ত থেকে উদ্ধার করেছেন। সম্মান-মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে স্থান দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ الطِّيبُ، وَالنِّسَاءُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

তোমাদের দুনিয়ায় আমার নিকট সুগন্ধি ও রমণীদের প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। আর চক্ষু শীতলকারী হলো নামাজ।[৮]

এই হাদিসটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। এক. নবীজি সুগন্ধির সঙ্গে সঙ্গে রমণীদের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে তাদের রূপ-সৌন্দর্য ও আকর্ষণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেন তিনি নারীবিদ্বেষীদের এই ম্যাসেজ দিতে চেষ্টা করেছেন যে সুগন্ধির প্রতি যেমন রুচিশীল মানুষদের আকর্ষণ থাকে, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে সুগন্ধি যেমন প্রিয়, তদ্রূপ রমণীরাও ভালোবাসা-অনুকম্পা পাওয়ার অধিকার রাখে। তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করার মানে তাদের প্রতি এই মনোভাব পোষণ করা যে, না তাদের সুস্থ মস্তিষ্ক আছে, না সুস্থ রুচিবোধ আছে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, তিনি এমন বলেননি যে আমি পছন্দ করেছি। বরং মাজহুলের সিগার সাহায্যে ইরশাদ করেন, 'আমার নিকট পছন্দনীয় করে দেওয়া হয়েছে'। এরূপ শব্দ চয়ন করে যেন সেই কথার দিকে ইঙ্গিত করলেন, এই ভালোবাসা ও পছন্দ আল্লাহ তায়ালার বিধানভুক্ত।

এক সফরে হজরত আনজাশা রা. কে ক্ষীপ্র গতিতে উট চালাতে দেখলে নবীজি বললেন,

رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةَ رِفْقًا بِالْقَوَارِيْرِ

আনজাশা, দেখতে-শুনতে এরা কাচের মতো। কিছুটা ধীরে চালাও-না!

আনজাশার উটের উপর তখন একজন নারী ছিল।

এক হাদিসে আছে,

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالُ

নারী পুরুষের বোনের মতো একটি অঙ্গ।

যেন তিনি আজকালের ভাষায় বলেছেন, নারী-পুরুষ একটি গাড়ির দুটি চাকার ন্যায়। এবার আপনি নিজেই চিন্তা করুন, যাদেরকে রাসুল ভালোবাসতেন, কোনো মুসলমান কী করে তাদের সম্পর্কে ঘৃণা পোষণ করতে পারে! তুচ্ছতাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে কীভাবে দেখতে পারে! এবং কী করেই-বা সম্ভব মানুষের কাতার থেকে তাদের বের করে দেওয়া!

---

[৮] মুসনাদে আহমাদ : ৩/১২৮

অবাক লাগে তাদের জন্য, যারা ইসলামকে নারীর অধিকার হরণকারী বলে আখ্যা দেয়। আমি ঐসব লোককে বলব, ইসলাম ছাড়া কোন ধর্মে সৎকর্মশীল নারীকে ঈমানের অর্ধেক বলে ঘোষণা করেছে, সম্মানের আসনে জায়গা দিয়েছে? ইসলাম নারীর রূপ-সৌন্দর্য নয়; বরং নারীসত্তাকেই সম্মানের পাত্র হিসাবে স্থির করেছে।

নারীকে চার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। একজন মেয়ে হিসাবে দেখা হয়। একজন মা হিসাবে নারীকে দেখা হয়। স্ত্রী ও বোন হিসাবে নারীকে দেখা হয়। এই চার দৃষ্টিকোণ নারীকে যে সম্মান, মর্যাদা এবং ভালোবাসা দিয়েছে, দুনিয়ার কোনো প্রাচীন কিংবা আধুনিক আইনকানুন ও ধর্ম তাদের তা আদৌ দিতে পারেনি।

একটি আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, কুরআনে হাকিমের যেসব স্থানে বাবা-মায়ের সাথে ভালো আচরণ করার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই আল্লাহর একত্ব ও ইবাদতের কথা আলোচিত হয়েছে। আবার যেসব স্থানে বাবা-মায়ের নাফরমানির কথা বলা হয়েছে, সেখানে আল্লাহর সাথে শিরক করার বিষয়টি উঠে এসেছে। এদ্দ্বারা আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয় উপলব্ধ হয় যে, যে ব্যক্তি একত্ববাদের দাবি করে এবং আল্লাহর একত্বের স্বীকারোক্তি দেয়, সেই বাবা-মায়ের অনুগত ও ফরমাবরদার হবে। যে ব্যক্তি মুশরিক কিংবা কাফের হবে, সে বাবা-মায়ের নাফরমানও হবে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿۲۳﴾ وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا

তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত কারো ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের উফ বলো না এবং তাদের ধমক দিয়ো না; তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলবে। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করবে এবং বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক, তাদের প্রতি দয়া করো, যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।'[৯]

[৯]. সুরা বনি ইসরাইল : ২৩-২৪